# রানা প্লাজার দুই বছর

## রানা প্লাজা ধসে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ:

| | |
|---|---|
| নিহত | ১১৩৭ জন |
| জীবিত উদ্ধার ও আহত | ২৪৩৮ জন |
| নিখোঁজ ও পরিচয়হীন | ১৬২ জন |
| ডিএনএ পরীক্ষার পর অসনাক্ত | ৮৫ জন |

* তথ্য: সরকারী সূত্র

## ভবন, কারখানা ও মালিক

রানা প্লাজা ভবনের মালিক ছিলেন সোহেল রানা। তিনি যুবলীগের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন সাংসদ ও আওয়ামী লীগের নেতা তৌহিদ মুরাদ জংয়ের ঘনিষ্ট হিসেবে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন সোহেল রানা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রানা প্লাজা নির্মিত হওয়ার কথা ছিল ছয় তলা, কিন্তু তা দুর্নীতি করে নয় তলা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। ভবন নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল নিম্নমানের উপকরণ। নকশাতেও ছিল ত্রুটি।

| | |
|---|---|
| ভবনের নাম | রানা প্লাজা |
| জমির পরিমাণ | ৫০ থেকে ৫৬ শতাংশ, নির্মাণ শুরুর সময় এটি ছিল ডোবা |
| নির্মাণ | ২০০৭ সালে কাজ শুরু, ২০১০-এ উদ্বোধন |
| যারা জড়িত | সোহেল রানা, তাঁর বাবা আবদুল খালেক, মা মর্জিনা বেগম এবং তন্ময় হাউজিং লিমিটেডের পরিচালক কাজী সাইফুল ইসলাম। অনুমতি দিয়েছিল শ্রম, গণপূর্ত, পৌরসভা ও রাজউকের কর্মকর্তারা |
| ধসে পড়ার ক্ষণ | সকাল ৮:৫৮ মিনিট ২৪ এপ্রিল ২০১৩ |

ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com

নয় তলা রানা প্লাজা ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় ছিল দোকান, ব্যাংক ও বিভিন্ন অফিস। নবম তলা নির্মাণের কাজ চলছিল। মাঝের তৃতীয় থেকে অষ্টম তলা পর্যন্ত ছিল পাঁচটি কারখানা।

| | **নাম** | **রানা প্লাজায় অবস্থান** | **মালিকেরা** |
|---|---|---|---|
| ১ | নিউ ওয়েভ বটমস লি. | ৩য় তলা | বজলুস সামাদ আদনান, মাহবুবুর রহমান তাপস, দেলোয়ার আহমেদ, এ আর আইয়ুব হোসেন ও মো. দেলোয়ার হোসেন |
| ২ | ফ্যানটম অ্যাপারেলস লি. | ৪র্থ তলা | আমিনুল ইসলাম, সুরাইয়া বেগম, নাজিম উদ্দীন, এবিএম সিদ্দিক, আলেয়া বেগম |
| ৩ | ইথার টেক্স লি. | ৫ম তলা | আনিসুর রহমান, মাহবুবুল আলম, জেসমিন আলম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোসাম্মৎ মরিয়ম, জান্নাতুল ফেরদৌস, শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া, রফিকুল হাসান ও মনোয়ার হোসেন |
| ৪ | ফ্যানটম টেক লি. | ৬ষ্ঠ তলা | ডেভিড মেয়ার রিকো, আমিনুল ইসলাম, সুরাইয়া বেগম, এবিএম সিদ্দিক, আমিরুল ইসলাম মাহমুদ |
| ৫ | নিউ ওয়েভ স্টাইল লি. | ৭ম ও ৮ম তলা | বজলুস সামাদ আদনান |

## মালিকদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা

- ৯ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক চার কারখানার ২১ জন পরিচালকের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দেয়। জব্দকৃত সম্পত্তি কী হবে তা এখনো অনিশ্চিত

- ৩টি মামলায় কারখানা মালিকদের আসামি করা হয়। তবে পুলিশ মাত্র দু জনকে আটক করে। ডেভিড মেয়ার রিকো তাঁর স্বদেশ স্পেনে পালিয়ে যান।

- ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে হাইকোর্ট সোহেল রানার সব সম্পত্তি ও রানা প্লাজার পোশাক কারখানাগুলোর মালামাল জব্দের ব্যাপারে একটি রুল জারি করে। সরকারের পক্ষ থেকে ওই রুলের আদেশ বাস্তবায়ন করতে ঢাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকার পুলিশ সুপার, সাভারের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও জেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে এ সংক্রান্ত আদেশ পাওয়ার পরে ১৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে রানা প্লাজার জমি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেওয়া হয়।

| মামলা | অভিযোগ | বাদী | বিবাদী | বর্তমান হাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | দুর্ঘটনা | সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক ওয়ালী আশরাফ বাদী হয়ে রানা প্লাজা ধসকে 'দুর্ঘটনা' হিসেবে চিহ্নিত করে দণ্ডবিধির ৩৩৭/৩৩৮/৩০৪(ক)/৪২৭/৩৪(৯) ধারায় একটি মামলা করেন ২৫ এপ্রিল। | সোহেল রানা, তাঁর বাবা আবদুল খালেক, ফ্যানটম অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, ফ্যানটম টেক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেভিড মেয়ার রিকো, ইথার টেক লিমিটেডের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান, নিউ ওয়েভ বাটন ও নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেডের চেয়ারম্যান বজলুস সামাদ আদনানসহ মোট ২১ জনকে আসামী করা হয়। | এখনো অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি* |
| ২ | কাঠামোতে ত্রুটি, ভবন নির্মাণে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার এবং বাংলাদেশ জাতীয় ভবন বিধি [বিল্ডিং কোড] অমান্য করা | রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বাদী হয়ে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইনের ১২ ধারায় সাভার থানায় ২৫ এপ্রিলে এ মামলা দায়ের করেন।** | সোহেল রানা, তাঁর বাবা আবদুল খালেক মা মর্জিনা বেগম, সাভার পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আলী খান, স্থপতি একেএম মাসুদ রেজা, পৌরসভার মেয়র রেফাত উল্লাহ, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায়, নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান, রাকিবুল হাসান রাসেল, ফারজানা ইসলাম, লাইসেন্স পরিদর্শক আবদুল মোত্তালিব, সাবেক সচিব মর্জিনা খান প্রমুখ | এখনো অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি* |
| ৩ | হত্যা | রানা প্লাজা ধসে নিহত শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী শিউলি আক্তার ঢাকা মহানগর মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে রানা প্লাজা ধসকে 'হত্যাকাণ্ড' হিসেবে চিহ্নিত করে ৩ জনকে আসামি করে ৩০২, ৩৪ ও ৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেন ৫ মে ২০১৩ তারিখে। | রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা, নিউ ওয়েভ স্টাইল গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুস সামাদ আদনান এবং সাভার পৌরসভার প্রধান প্রকৌশলী ইমতেমাম হোসেন বাবু | এখনো অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি * |

ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com

* পুলিশ ও শিউলি আক্তারের মামলায় ৪২ জন এবং রাজউকের মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র চূড়ান্ত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগপত্র দাখিল করেনি। আসামিদের মধ্যে ১৩ জন সরকারি কর্মকর্তা থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের জন্য সরকারি মঞ্জুরি আদেশ প্রয়োজন। কয়েকজনের মঞ্জুরী আদেশ পাওয়া গেলেও অধিকাংশ এখানো বাকি। তাই মঞ্জুরি আদেশ না পাওয়ার কারণে আদালতে চার্জশিট দাখিল করতে পারছে না পুলিশের অপরাধ তদন্ত সংস্থা (সিআইডি)

** শুরুতে কেবল সোহেল রানা এ মামলার আসামি ছিলেন। প্রথমদিকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত সংস্থা (সিআইডি) ও পরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা তদন্ত করে। ১২ জুন ২০১৪ তারিখে নকশাবহির্ভূতভাবে রানা প্লাজা নির্মাণের অভিযোগে সোহেল রানাকে বাদ দিয়ে ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দেয় দুদক। অনুসন্ধান শেষে ১৯৪৭ সালের ইমারত নির্মাণ আইনের ৫(২) ধারায় ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলার অনুমোদন দেয় কমিশন। পরে ১৫ জুলাই ২০১৪ তারিখে সোহেল রানাকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক।

| বিভিন্ন মামলায় মোট আটক | জামিনে | হাজতে |
|---|---|---|
| ২৩ জন | ১১ জন | ১২ জন |

## রানা প্লাজা ব্যবস্থাপনা

রানা প্লাজার ভয়াবহ ঘটনার পরে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার, মালিকপক্ষ, বিদেশি ক্রেতা বা ফরমায়েশকারী, ট্রেড ইউনিয়ন ও এনজিওদের নিয়ে গঠিত হয় রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি। সকল পক্ষের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) নিরপেক্ষ পক্ষ হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুযায়ী রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, তাদের পরিবার ও পোষ্যদের সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সমন্বিত ও পৃথক উদ্যোগ নেওয়া এ সমন্বয় কমিটির প্রধান লক্ষ্য। সব পক্ষ যৌথ লক্ষ্য পূরণে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ চুক্তির নামই ‘ব্যবস্থাপনা’ বা ইংরেজিতে অ্যারেঞ্জমেন্ট।

ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com

## রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড

ব্যবস্থাপনা তার দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির পরিমাণ, প্রয়োজনীয় সাহায্যের ধরন, আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করে। এরপর ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়। গঠিত হয় রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড। যেকোনো সংগঠন, কোম্পানি বা ব্যক্তি চাইলে রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এ তহবিলে অর্থ দান করতে পারে। শুরুতে এ তহবিল থেকে যে পরিমাণ সহায়তা করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত তার প্রায় ৭০ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

### ক্ষতিপূরণ ও সাহায্য

| | ধরণ | তহবিল | আইনত ও নীতিগতভাবে প্রদানে বাধ্য | প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্ষতিপূরণ (আইনানুযায়ী) | কারখানা বা মালিক পক্ষের তহবিল | মালিক | ০.০ টাকা |
| ২ | সাহায্য বা অনুদান | রানা প্লাজা ডোনার ফান্ড | ক. প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল<br>খ. বিদেশি ক্রেতা | ১৮৫ কোটি টাকা [সরকার ২২.৯৪ কোটি* + বিদেশি ক্রেতা ১৬২ কোটি (প্রায়)**] |

* ২৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কবির বিন আনোয়ার জানান, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া সাহায্যের পরিমাণ ২২ কোটি ৯৩ লাখ ৫৮ হাজার ৭২০ টাকা। ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক জানান, এর পরিমাণ ২৯.৩৯ কোটি টাকা। বিজিএমইএ-র প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে দেওয়া অর্থের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা।

** শুরুতে বিদেশি ক্রেতা কোম্পানি বা বায়ারদের কাছ থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলার বা ৩১১ কোটি টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা হিসেবে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরে তা কমিয়ে ৩০ মিলিয়ন ডলার বা ২৩৩ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। এখন পর্যন্ত ২৬টি ক্রেতা সাহায্য হিসেবে প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়েছে। বেনেটন, ওয়ালমার্ট, চিলড্রেন্স প্লেস ও ম্যাঙ্গো দিয়েছে আংশিক সাহায্য।

## ক্ষতিপূরণ নাকি অনুদান

শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের মালিকপক্ষ থেকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা, তা রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া হয়নি। তবে শ্রম আইন ও কারখানা দুর্ঘটনা আইন অনুসারে শ্রমিকেরা এক লাখ থেকে এক লাখ ২৫ হাজার টাকার মতো ক্ষতিপূরণ পেতে পারে মালিকদের থেকে। মালিকদের থেকে অর্থ আদায়ের কোনো উদ্যোগ এখনো দৃশ্যমান নয়। রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের যা দেওয়া হচ্ছে, তা আর্থিক সহায়তা বা অনুদান।

ক্ষতিপূরণ নিয়ে আরও বেশকিছু সমস্যা এখনো বিদ্যমান। যদি আইন অনুসারে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ কম হয়ে থাকে, তবে সে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করা হয়নি। রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্তদের কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার, তা নির্ধারণে হাইকোর্টের নির্দেশে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল। সে কমিটি দুটি উপকমিটি তৈরি করে—একটি ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য, অপরটি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ উপকমিটির প্রধান অধ্যাপক এম এম আকাশ জানান, তাঁরা নিহতদের পরিবারের জন্য ১৫ লাখ, দুটি অঙ্গহানির শিকার ব্যক্তিদের জন্য ১০ লাখ এবং একটি অঙ্গহানির শিকার শ্রমিকদের জন্য ৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করেছিলেন। হাইকোর্টে পরে এর ওপরে কোনো নির্দেশনা দেয়নি। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, বিশেষজ্ঞ দল, এনজিও শ্রমিকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ক্ষতিপূরণের দাবি করলেও, কোনোটি সরকার কর্তৃক গৃহীত ও নির্ধারিত হয়নি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পরিবার ও পোষ্যদের বঞ্চনারও শেষ হয়নি।

## রানা প্লাজা: অবৈধ ভবন নির্মাণ ও নকশা অনুমোদনের সঙ্গে জড়িত জনপ্রতিনিধিগণ

ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com

| | নাম | পরিচয় | |
|---|---|---|---|
| ১ | রেফাত উল্লাহ | সাভার পৌর মেয়র | সাভার পৌর বিএনপির সভাপতি |
| ২ | মোহাম্মদ আলী খান | সাভার পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার | সাভার যুবদল সভাপতি |

## পুনর্বাসন

### আহত হয়ে বেঁচে থাকা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে অ্যাকশন এইডের জরিপ:

| ধরণ | অবস্থা | | |
|---|---|---|---|
| স্বাস্থ্য | প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে | | খারাপের দিকে |
| | ৭০.৬ | | ২২.৬% |
| স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিমাসে একজনের গড় ব্যয় | প্রায় ১,৬০০ টাকা | | |
| মানসিক স্বাস্থ্য | আতঙ্ক ও হতাশায় ভুগছেন | কিছুটা ভালো | একেবারে সেরে গেছে |
| | ৫৯.১% | ৩৪.২% | ৬.৬% |
| জীবিকা | এখানো বেকার | কোনো না কোনো কাজে আছে | অক্ষম |
| | ৫৫% | ৪৪% | ০.৬% |
| কাজে ফিরতে না পারার কারণ | শারীরিক দুর্বলতা | আতঙ্ক | সুবিধাজনক কাজের অভাব |
| | ৬৯% | ৭% | ১৫% |

সূত্র: ActionAid Bangladesh-এর ‘Unfinished Duties’ শিরোনামের এক জরিপ

## আহতদের পুনর্বাসনে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)-র উদ্যোগ

### সিআরপিতে চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের পরিসংখ্যান

মোট রোগীর সংখ্যা ৫০৯ (ভর্তি হয়েছেন ১৬০ জন ও আউটডোরে চিকিৎসা নিয়েছেন ৩৪০ জন)

| | **সমস্যা** | **সংখ্যা (জন)** |
|---|---|---|
| ১ | অঙ্গহানি | ১৯ |
| ২ | মেরুদণ্ডের সমস্যা | ৪৬ |
| ৩ | আঘাত পরবর্তী অস্থিসংক্রান্ত জটিলতা | ৪৪৪ |

### সিআরপির দেওয়া কর্মমুখী প্রশিক্ষণ

| **ধরণ** | **ব্যক্তির সংখ্যা** |
|---|---|
| পোশাক তৈরি ও সেলাই | ৫৮ |
| পশুপালন | ৫৩ |
| বৈদ্যুতিক মেরামত | ১৭ |
| কমপিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ১৫ |
| দোকান চালনা | ২৪৭ |
| মোট | ৩৯০ |

সূত্র: সিআরপি কর্তৃপক্ষ

### প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কর্মজীবনে ফিরে গেছেন

ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com ntvbd.com

| ধরন | ব্যক্তির সংখ্যা |
|---|---|
| মুদি দোকান | ২২০ |
| পশুপালন | ৮৬ |
| দর্জি | ৪৫ |
| কমপিউটার দোকান | ০৭ |
| বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের দোকান | ১৮ |
| ওষুধের দোকান | ০১ |
| মোট | ৩৭৭ |

সূত্র: সিআরপি কর্তৃপক্ষ

### সুস্থ শ্রমিকদের জন্য বিজিএমইএর উদ্যোগ

রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা রানা প্লাজায় অবস্থিত পাঁচটি কারখানার সুস্থ শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করবে। বিজিএমইএর ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ১৪০ জন শ্রমিককে নতুন কারখানায় নিয়োগ দিয়েছে।

## রানা প্লাজা শহীদ বেদী

রানা প্লাজার ফাঁকা স্থানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি উঠলেও কর্তৃপক্ষ সে উদ্যোগ নেয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক কমিটি রানা প্লাজার স্থানে একটি শ্রমিক হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু সব উপেক্ষা করে রানা প্লাজার ধ্বংস স্তূপের কাছে প্রতিবাদী জনতার উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে একটি শহীদ বেদী। রানা প্লাজা ধসের ১০০তম দিনে ওই স্থানে বেদীটি স্থাপন করে শহীদ বেদী নির্মাণ কমিটি।

রানা প্লাজা ধসে নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের স্মরণে ২০১৩ সালের ২ আগস্ট ল্যাম্পপোস্ট, বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলন, ছাত্র গণমঞ্চ, প্রপদ (প্রগতির পথে পরিব্রাজক), গণমুক্তির গানের দল, মার্কসবাদের প্রথম পাঠ ও দাবানল নামের সাতটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত শহীদ বেদী নির্মাণ কমিটি বেদীটি স্থাপন করে।
পাঁচ ফুট উচ্চতার শহীদ বেদী ভাস্কর্যটির দেড় ফুট মাটির নিচে প্রোথিত। সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের একটিতে আছে কাস্তে ও অন্য হাতে রয়েছে হাতুড়ি। বেদীটির ভাস্কর অন্তু মোদক। তাঁর সহকারী ছিলেন রাকিব আনোয়ার।

ntv ntvbd.com ntv ntvbd.com ntv ntvbd.com ntv ntvbd.com ntv ntvbd.com